স্টেকহোল্ডারদের আগ্রহের প্রতি শ্রদ্ধা

স্টেকহোল্ডারদের চাহিদা আইএসও ২৬০০০ এর একটা বড় অংশ তৈরি করে। স্টেকহোল্ডার বলতে বিস্তৃত অর্থে সেইসব ব্যক্তিবর্গকে বোঝায় যারা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও কর্মকান্ড দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হয়। প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই সঠিক উপায়ে প্রতিক্রিয়া করে তাদের আগ্রহের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। অবশ্যই সকল স্টেকহোল্ডার সমান নয় এবং সঠিক প্রতিক্রিয়াও সকল ক্ষেত্রে এক হবে না। কিন্তু এদেরকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হলে একটি প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তাদের স্টেকহোল্ডার কারা।

কতিপয় দেশে প্রডাক্ট লায়াবিলিটি ল (Product Liability Law) ভোক্তাদের এমন অধিকার দেয় যে সঠিকভাবে যদি তার ব্যবস্থাপনা না হয় তাহলে তা কোম্পানির মুনাফার ওপর প্রগাঢ় প্রভাব ফেলতে পারে। অনেক কোম্পানিই যারা আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তারা তাদের ভোক্তাদেরকে কখনোই স্টেকহোল্ডার হিসেবে মনে করেননি।

আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা

প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কার্য পরিচালনা করে নিজ নিজ দেশের আইন অনুযায়ী এবং এর প্রতি তাদের শ্রদ্ধা থাকতে হবে। যদিও অনেক সময়ই দুর্ঘটনাবশতঃ আইনের লঙ্ঘন হয়, তবে আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা কোনো অজুহাত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। মালিক এবং ব্যবস্থাপকদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা আইন সম্পর্কে অবগত এবং সেই সাথে নিয়মিতভাবে তারা কর্মদক্ষতা পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের দেশের আইনের প্রতি সামান্য বিবেচনা ও শ্রদ্ধাবোধ রাখে, তারা আইএসও ২৬০০০ বাস্তবায়ন থেকে অনেক দূরে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন (বিএলএ) ২০০৬-এ কতিপয় বিধান আছে যা বাংলাদেশে অনেকাংশে মেনে চলা হয় না। যেমন, বিএলএ অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যবসায় ৫০ এর অধিক কর্মী থাকে, তাদেরকে একটি অংশগ্রহণকারী কমিটি পরিচালনা করতে হবে। শিল্প সম্পর্ক বিধিমালা ১৯৭৭ অনুযায়ী (নতুন আর কোনো নিয়ম প্রকাশ না হওয়ায় যা এখনো কার্যকর) উল্লেখ করা হয় যে, নির্বাচনের মাধ্যমে শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলাদেশে এই বিষয়টি বিতর্কিত এবং বহুলাংশে উপেক্ষিত। সাম্প্রতিক সময়ে লাইসেন্সবিহীন কারখানাসমূহে অগ্নিকান্ডের ঘটনা গ্রহণযোগ্য মানদন্ডের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে থাকার ঘটনাকে সামনে নিয়ে এসেছে।

আন্তর্জাতিক মানের প্রতি শ্রদ্ধা

একটি ক্রমবর্ধমান আন্তসম্পর্কিত বিশ্বে প্রতিষ্ঠানসমূহের এক দেশ থেকে আরেক দেশে কার্যপরিচালনার কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠানকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। আইএসও ২৬০০০ স্থানীয় আইনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের প্রতিও গুরুত্ব দেয়, বিশেষত যেখানে স্থানীয় আইন অপ্রতুল বা অসম্পূর্ণ।